প্রথম আলো

ঢাকা, শনিবার, ১১ মে ২০১৩, ২৮ বৈশাখ ১৪২০, ২৯ জমাদিউস সানি ১৪৩৪

অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে

সাভারের ভবনধসের ১৭ দিন পর একজনকে জীবিত উদ্ধার করার ঘটনাটি এক কথায় অসাধারণ। এটা আমাদের উদ্ধার-প্রক্রিয়ার একটি সফলতা হিসেবেই দেখতে হবে। অন্যদিকে মৃতের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করাটাও খুব দুঃখজনক। মৃতের সংখ্যার বিবেচনায় এটা বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহতম দুর্ঘটনা। আমাদের এখনই এমনভাবে কাজ শুরু করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা আর না ঘটে। তবে দুর্ঘটনা যদি ঘটে যায়ও, তাহলে কীভাবে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষকে নিরাপদে উদ্ধার করা যায়, তা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার আছে।

সে জন্য এই উদ্ধার অভিযানের অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এই অভিযানের শুরুতে সাধারণ মানুষ ও পরে প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী দল অংশ নিয়েছে। এ দুই পক্ষের অভিজ্ঞতার বিনিময় হওয়া দরকার। এ জন্য শুরুতেই সব উদ্ধারকারীর তালিকা তৈরি করতে হবে। তাদের জাতীয়ভাবে সম্মান দেখাতে হবে। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ের সময় কাজ করতে গিয়ে ২০ জন উদ্ধারকারী মারা যান। পরে জাপান রেডক্রসের পক্ষ থেকে তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।

লেখক সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা।λউদ্ধারকারীদের মধ্যে যাঁদের চাকরি বা অন্য সহায়তা প্রয়োজন, তা দিতে হবে। সব উদ্ধারকারীর কাছ থেকে জানতে হবে তারা কোন ধরনের উদ্ধারযন্ত্রের অভাব অনুভব করেছেন। এরপর ওই উদ্ধারকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপানসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শহরের দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার করা একটি পেশা হিসেবে তৈরি হয়েছে। আমাদের এখানেই নিয়মিত উদ্ধারকারী সংস্থাগুলোর বাইরে সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে উদ্ধারকাজের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সরকারের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৪২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। ভূমিকম্প বা ভবনধসের জন্য স্বেচ্ছাসেবক তৈরির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। সাভারে সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদের যদি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উদ্ধারযন্ত্র থাকত তাহলে মৃতের সংখ্যা আরও কম হতো।